কোকিলসংবাদ।

যাত্রাগান।

শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসাক কর্ত্তৃক
রচিত।

শুভাঢ্যা গ্রামনিবাসী

। বন্ধু চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

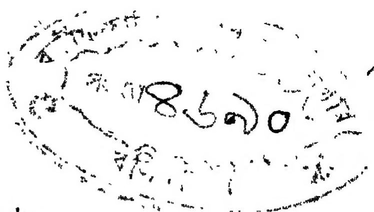
এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ ঢাকা বেঙ্গল অফিসে
তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

মুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৭৮। ১৬ই সেপ্টেম্বর।

মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।



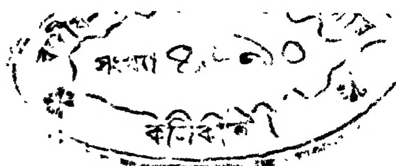
বিজ্ঞাপন।



সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিদগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসাক কর্ত্তৃক রচিত এই "কোকিল সংবাদ" নামক যাত্রা গান এতদ্‌গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তি প্রভৃতির অর্থ ব্যয়াদি নানা রূপ সাহায্যে সর্ব্ব সাধারণ নিকটে গৌরবান্বিত হইয়া সংবৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়াছে। অনেক লোকের অনুরোধে ইহার মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গুণগ্রাহী সঙ্গীতকোবিদ মহাশয়গণ ইহার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়া যদি যৎকিঞ্চিৎ সুখলাভ করেন, তাহা হইলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব। ইতি।

শুভাঢ্যা
সন ১২৮৫। ১লা আশ্বিন

শ্রীজগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।



শ্রীরাধাকৃষ্ণৌজয়তাং

কোকিল সংবাদ নামক

গীতাভিনয়।

গৌরচন্দ্র।

রাগিনী সারঙ্গ তাল চৌতাল।

রাধাভাবে গৌরাঙ্গ, করে কৈরে করঙ্গ,
বলিছে অনঙ্গবাণে, রাখহে শারঙ্গ পাণি।
হে ব্রজজীবন, নিপতিত পাবন, পদসেবনে
রাখ রাধা অভাগিনী।

তাল তেঁওরা।

দেখি নীল নীরদরূপ ঐ,
বুঝি শ্যামল সুন্দর সই।

চৌতাল।

আবার কোন্ রাধা কোলে, আমায় দেখেনু
কি খেলে, সতিনী অবহেলে রঙ্গকরে রঙ্গিনী।

প্রথমঅঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মথুরাপুরীস্থ রাজভবনে একটী নিভৃতকক্ষে
শ্রীকৃষ্ণ একাকী আসীন।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী সিন্ধু, তাল জলদ তেতালা।

ওরে শঠ মধুকর নিঠুর নিদয়।
প্রণয় ব্রতের হেন সুদক্ষিণা নয়॥
অহো গুঞ্জরি গুঞ্জরি, চুম্বিয়ে চ্যুতমঞ্জরী
লভিলে নবনলিনী ভুলি সে প্রণয়॥
যে সপিল প্রাণ মনে, ভুলিলে তারে কেমনে,
এ নহে পিরীতি রীতি কঠিন হৃদয়॥

শ্রীকৃষ্ণ (স্বগত) (চকিতভাবে সহসা দণ্ডায়মান হইয়া) আহা! কি মনোহর সঙ্গীত, এরূপ সঙ্গীত শুনে কার না মন সুখী হয়? কিন্তু আমার মন এত ব্যাকুল হল কেন? (এই বলিয়া স্থির নয়নে চিন্তা)



নেপথ্যে পুনঃ সঙ্গীত।

গীত।

রাগিনী সিন্ধু খাম্বাজ তাল ধিমা।

যাতনা প্রাণে না সহে, জানি না হায় শঠের
পিরীতি ছলনা ছলনা।
হৃদয় পাষাণ না জানিয়া হিয়া, আহা পরে
সপি বেদনা নানা॥

শ্রীকৃষ্ণ। (বৃন্দাবন মৈত্রী) স্মরণ করিয়া)
হায়! আমি কি নিষ্ঠুর আমার মত নিষ্ঠুর
ও নির্দ্দয় ত্রিভুবনে দুটী নাই। আমি অনা-
য়াসে বৃন্দাবনমৈত্রী বিস্মৃত হয়েছি। আমায়
ধিক্।

পালারম্ভঃ।

উদ্ধবের প্রবেশ।

রাগিণী মুলতান—তাল ঝাপ্।

বন্দে শ্রীনিবাস, হৃষিকেশ, ত্রিজগদ্বশী॥
বা[illegible] বিরিঞ্চি ভব, দাস্য পদাভিলাষী।
দৈবকাজঠর পয়োধিজাত, অপক্ষ শশী॥
ভৃগুপদ বিচিত্রিত কলঙ্ক শোভে বক্ষসি॥
ভক্তি কুমুদপ্রকাশ অবিদ্যা তিমির নাশী।
অহো কি সৌভাগ্য পদ প্রান্তেই হব বিন্যাসী॥
কবে হবে হেন দশা হব এসংসার ন্যাসী।
কবে হরি কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইব উদাসী॥
নর্ত্তন করিব সুখে ধাতেৎ কেট্ট তাক্‌ধাঽ ধাব
দিবানিশি॥

রাগিণী ও তাল ঐ।

অপিচ।

বন্দে শ্রীনিবাস জগদীশ জগদ্বন্দিতং।
ভুবন পালন জনি লয় হেতু মদ্ভুতং॥

যদুকুল তিলক মতি চারু মুখ মণ্ডলং,
গণ্ডস্থল বিরাজিত লোল কণক কুণ্ডলং,
নীল কুটিল কুন্তল মতি চলাক্ষ মাততং।
ইন্দ্র বন্দ্য চরণ মহো ইন্দীবর শ্যামলং,
শরদিন্দু বিনিন্দিত নখর চন্দ্র মণ্ডলং,
ভক্তিরসামৃত লালস ভক্ত জন চিন্তিতং।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে উদ্ধব! যথা সময়ে উপস্থিত হয়েছ, তুমি আমার বান্ধবদিগের প্রধান আমি যার পর নাই, ব্যাকুল হয়েছি, মথুরায় আসা অবধি বৃন্দাবনের নাম মাত্রও ভুলে গিয়েছি। হায়! যে বৃন্দাবন মৈত্রী আমায় সংসারে অমৃতময় নব জীবন দান করেছে, যাহোতে সুখকর বস্তু আর সংসারে সংঘটিত হইতে পারে না, আমি নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় একান্ত নির্ম্মমের ন্যায় তাভুলে গিয়েছি। অতএব সখে আমার প্রতিনিধি হয়ে বৃন্দাবনে যাও।

রাগিণী মুলতান—তাল রূপক।

যাও বৃন্দাবনে, অবিলম্ব কর গমনে।
প্রতিনিধি কে আছে আর গুণনিধি তুমি বিনে॥

তাল একতালা।



ব্রজে কুলে কুলে, বৈল গোপকুলে, দুদিনান্তে গোপাল আসিবে গোকুলে।

মায়ের চরণে, বিনয় বচনে, বৈল তোমার কানু আছে মা কুশলে।

জন্মিয়ে জঠরে, বেদনা দিনু, এজনমে ধার শোধিতে নারিনু, বাসনা অন্তরে, জন্মান্তরে, মা হইও মা নিজগুণে।

সখাগণে দেখা, কৈরে বৈল সখা, তোমাদের বাঁকা সখা পাঠায়েছে।

আমার অভাবে, সবে পুত্র ভাবে, মায়েরে বুঝাবে সদা থাকিয়ে কাছে।

প্রেমময়ী রাধা, মম অঙ্গ আধা, বিরহ দহনে দহিয়া আছে।

সে চিরতাপিতে, সন্তাপিতচিতে, বৈল অমিয় বচনে॥

রাগিনী মুলতান।—তাল আদ্ধা একতালার)।

মিনতি রাঙ্গা পদে।

বল্লে তাই, যেন পাই, নিরাপদে॥

যাব ব্রজে ঐ রজে, যেন উপস্থান, হেতু স্থান
দিন্ স্থান রাধে।
শিব শেষ বিধি, ভাবে নিরবধি হেন নিধি
দিলে অবোধে॥
এই মনস্কাম, (যদুনাথ কৈরহে) যাব নিত্য
ধাম লোকাভিরাম আমোদে॥

উদ্ধব। (করপুটে) আপনার আদেশ শিরো-
ধার্য্য, আমি বৃন্দাবনে চল্লেম।

[উদ্ধবের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয়অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন ভূভাগ, যমুনা তীরবর্ত্তী বন।

উদ্ধব। (দণ্ডায়মান হইয়া) (স্বগত) আহা
এই কি সেই বৃন্দাবন!

রাগিণী পিলু—তাল জলদ্ তেতালা।

কোথা ধীর সমীর যমুনা শীতলবাহিনী।
কোথা অলির মধ্যম কোকিল পঞ্চম ধ্বনি॥

বল বল ব্রজবাসী, কেন ব্রজে তমোরাশি,
দিবসে গ্রাসিছে যেন ঘোর নিশা ভুজঙ্গিনী॥

ব্রজবাসী উক্তি।

কে তুমি হে যাবে কোথা, কৈতে পার কানুর
কথা, নবজলধর রূপ তুমি তেমনি।
অক্রূর অসাধ্য কাযে, বুঝি এসেছ সাহায্যে,
কর্ত্তে হয় কর অব্যাজে, সত্য বল বল শুনি॥
অলি মধুপুর পানে চেয়ে আছে ক্ষুব্ধ প্রাণে,
কোকিল স্তব্ধ শুনিয়ে কা কা ধ্বনি।
হাহাশব্দে গোপিকার, বহিতেছে অশ্রুধার,
মিশ্রিত হয়ে তপত হয়েছে ভানুনন্দিনী॥

উদ্ধবের প্রশ্ন।	ব্রজবাসীর উত্তর।
কোথাহে সে মধুবন—	যথা সে মধুসূদন।
মানসগঙ্গা সে কোথা—	যথা সে রাঙ্গা চরণ।
কোন্‌স্থানে নন্দালয়—	যেখানে নন্দন রয়।
বংশীবট কোথারট—	যথা সে বংশীবদন।
কুঞ্জবন দেখাও হেরী—	আনগিয়ে কুঞ্জবিহারী।
এইকি পরিচয় তারি—	নিশ্চয়বলিনু যা জানি।

উদ্ধব। ওহে ব্রজবাসিগণ! বুঝছি, এক কৃষ্ণ
বিরহেই ব্রজের এরূপ শোচনীয় অবস্থা উ-

পস্থিত হয়েছে, যাহোক্ ধৈর্য্যাবলম্বন কর, শীঘ্রই তোমাদের দুঃখনিশি প্রভাত হবে, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বদুঃখহর শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসবেন, আগে এসংবাদ দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে এখানে পাঠায়েছেন এখন তোমরা আমায়, মা যশোদার নিকট নিয়ে চল, তাঁহার নিকট সর্ব্বাগ্রে এই সংবাদ দেওয়া উচিত।

ব্রজবাসী দিগের মধ্যে একজন। } মহাশয় আপনার কথা শুনে আমাদের আত্মা দেহে ফিরে এল, আবার কি এমন দিন হবে, আমরা কৃষ্ণদর্শনে তাপিত প্রাণ শীতল করব, তবে চলুন, আগে মা যশোদার নিকট এ শুভসংবাদ দিয়ে আসিগে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয় যশোদার গৃহের সম্মুখভাগে যশোদা আসীনা।

উদ্ধবকে সঙ্গে করিয়া ব্রজবাসীগণের প্রবেশ।

একজন ব্রজবাসী। (প্রণাম করিয়া) মা

যশোদে! আমাদের কৃষ্ণের নিকট হইতে সংবাদ নিয়ে ইনি (উদ্ধবকে নির্দ্দেশকরিয়া) এসেছেন।

(সহসা যশোদার উত্থান)

উদ্ধব। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক) জগন্মাতঃ! আমি আপনার কৃষ্ণের দাস উদ্ধব; প্রভু-আমায় আপনার নিকট পাঠায়েছেন।

যশোদা—(সজল নয়নে) বাছা উদ্ধব! চিরজীবী হও, বাছা তুমি একাকী এলে কেন? আমার প্রাণগোপাল কেমন আছে বল?

রাগিণী ঝাঁরোয়া—তাল আদ্ধা।

রে বল বল উদ্ধব, আমায় সুনিশ্চিত বল।
বল বলরে উদ্ধব বল, যাদু কেমন আছে বল॥
ননীছাকা তনুকানু, মা বিনে কেমন আছে
প্রকৃত বল।

বাছারে! উদ্ধব গুণ মণি, এই খেদ রইল, আমার সে পাগল, এলনা করিল ছল।

সত্যবল দেবকিরে, ভাবছে বসুদেবকিরে দেবকীরে দেবকিরে নীল কমল!

কি পুণ্যকরেছে জানি, ঘরে বৈসে পেল মণি

বাছারে ! উদ্ধব গুণমণি আমি ব্রজরাণী, হলেম কাঙ্গালিনী, সাধন হল বিফল।

সঙ্গমাত্র আছে বল, সেহ বালক কেবল, সন্তানের কি জানে বল, তার কিবে বল। তিলে তিলে লনী খায়, নইলে বদন শুকায়, বাছারে উদ্ধব গুণমণি, কেবা মুখচেয়ে,লনী দেয় যাচিয়ে, বেছে পর্য্যুষিত দল ॥

উদ্ধব। মা আপনার আশীর্ব্বাদে আপনার কৃষ্ণ ভাল আছেন !

যশোদা কাঁদিতে কাঁদিতে

রাগিণী পিলু—তাল আদ্ধা খেমটা।

আমার গোপেন্দ্র নন্দন, কার কাছে যায় লনীর তরে। বল বাপ মনস্তাপ, যাক্ দূরে, গোপাল মা বলিয়ে কার আঁচল ধরে। নবলক্ষ ধেনু যার, ক্ষীর লনী সব তার, তোলা দুধে উদর কি ভরে।

ঐ দেখ্ বাপ্ গোধন সবে, রোদন করে ফিরে, ক্ষণে ক্ষণে গোপাল গোপাল স্মরণ দেয় মোরে ॥ গোপাল চড়াত ফিরাত বেণুর স্বরে ॥ আমি ভুলিব কি কৈরে। মন কেমন

কেমন করে॥ ধেনু হাম্বারবে বেড়ায়, দুধে দুধ অমনি শুকায়, গোপাল গেছে ছেড়ে, ভোক্তাবিনে ভাণ্ড শূন্য আছে পরে॥

যশোদা—বাছা উদ্ধব! আমি কৃষ্ণকাঙ্গালিনী হয়ে কতদিন রব, আমি কি আর এজনমে সে চাঁদ বদন দেখ্‌তে পাবনা?

রাগিনী দেশ—তাল পোস্ত।

কৃষ্ণধন হারায়ে আর কি ধন আছে জুড়াইতে।
যার থাকে থাকুক আমার নিধন আছে জুড়াইতে॥
ধন্য দশরথ প্রাণ দিল রামধনের সাথে।
কৌশল্যার মত আশাধন নিয়েছি জুড়াইতে॥
প্রবাসে থাকুকনা সুখে, কিনালয় মায়ের চিতে।
জেতে নারী যেতে নারি, দেখে প্রাণ জুড়াইতে॥
পাব আশায় এত জ্বালায়, রয়েছি কোন মতে।
দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ, নারি তাই জুড়াইতে॥

উদ্ধব। মা! আপনি ধৈর্য্য ধরুন। প্রভু আপনার চরণে অতি বিনীত ভাবে এই নিবেদন করেছেন, যে তিনি দুদিন অন্তেই আপনার চরণ সমীপে উপস্থিত হবেন।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয়অঙ্ক

১ম গর্ভাঙ্ক।



নেপথ্যে (অর্থাৎ নাট্যোক্তি)

রাগিণী পুরবি—তাল ধামার।

এতানি শুনিবাত নেকসে ব্রজবাল ।

আই ব্রজমে ব্রজ লাল ॥

কাছ কাছনি পাচনী ধরাওয়েতা নৃত্যতা

সকরা গোপাল।

আবা আবা করা আওয়েতা, দেওয়েতা

করতাল ॥

গীতান্তে।

(রাখালগণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ ব্রজে এসেছেন শুনিয়া সহর্ষে নৃত্য করিতে করিতে।

(রাগিণী ললিতা গৌরী—তাল জলধ তেতালা।)

কাহারে চতুরাই, নিঠুরা বনওয়ারি, কদম্ব

কি ছাইয়া, ভাইয়া মেরো শূন্যপরালিয়ে তরি।

বনা বনা কুঞ্জ গলনা ঢোণ্ডা ফেরো, ঠৌরানা

পায় তেহারি ॥

সাত সঙ্গতা ছোর কাহাবেরামাও, কোনছে
ঢোঙ্গা চাতুরি ॥
চ রাতে ফিরাতে তেরা সন্দেশ পাও আওয়ে
গকুলা নাগরী ॥

দূর হইতে উদ্ধবকে আসিতে দেখিয়া সকলেই আনন্দ গদগদচিত্তে সমস্বরে যুগপৎ বলিয়া উঠিল (উদ্ধবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখ্ ভাই কানাই আস্‌চে। এই বলিয়া উদ্ধবের দিকে যাইতে যাইতে।



রাগিণী ভূপালী—তাল ঠস্ কাওয়ালী।

এস এস ভাই কাজ নাই আর বিলম্বে।
বৃন্দারণ্য করে শূন্য ওকি জন্য ছিলে অন্য ঠাঁই ॥
চল চল অবিলম্বে যাই ॥
শ্যামত ব্রজবাসিহিতকারী,
বৈলে থাকে এব্রভান্ত সবে,
সুনিতান্ত, ভেবে আছি শান্ত হয়ে তাই।
ভেবে ভেবে মা যশোদা,
সদা ঝুরে কান্তে কান্তে ফিরে,
থেকে থেকে ডাকেরে কানাই।

একতালা।

দেখ ব্রজধাম, আছে মাত্র শুধুনাম,

অবিরাম হা হা শব্দ প্রবোধ নাই,

অতিক্রান্ত সুখ, অবিশ্রান্ত দুঃখ পাই ॥

উদ্ধব। (করপুটে প্রণাম করিয়া) আমি কৃষ্ণ নই, কৃষ্ণদাস উদ্ধব। প্রভু দুদিন পরে বৃন্দাবনে আস্‌বেন। আমি এ সংবাদ নিয়ে আপনাদের নিকট এসেছি।

(রাখালগণের মধ্যে একজন।)

ওহে ভাই উদ্ধব! তুমি একথা বলেও তাপিত প্রাণ শীতল কল্লে।

রাগিণী দেশ—তাল পোস্ত।

হউক মেনে জুড়ালেম মোদের এইত ভাল।

অন্ধের স্বপন দেখা ঐত ভাল।

কৃষ্ণ পুনঃ আসবে হেথা, কেউত বলেনা কোথা,

সুসংবাদের মিথ্যাকথা সেওত ভাল।

যদবধি সখা গিছে, এমন শুনি নাই কার কাছে,

বাক্‌রোধ বিকারের প্রলাপও ভাল।

উদ্ধব। সত্য সত্যই প্রভু দুদিন পরে বৃন্দাবনে আসবেন। তিনি কি আপনাদের সেইরূপ হৃদয়হারী প্রণয় ভুলতে পারেন? আপনারা আর খেদ করে শরীর ক্ষয় করবেন না।

(রাখালগণের মধ্যে একজন।)

ভাই উদ্ধব! আমরা বেঁচে আছি মাত্র, কিন্তু বাঁচবার সুখ কিছুই নাই।

(রাগিণী দেশ—তাল আদ্ধা খেমটা।)

কেবল বেঁচে আছি যে হতে কানাই নাই।
যাতনায় যায়তনা প্রাণ আছি হইয়ে যাই যাই॥
জেনেছি আসবেনা হরি,দেখে আসিতেও পারি, কিন্তু ভয়ে যেতে নারি সভার যোগ্য কিছুই নাই। আছেদ্বারে দ্বারী যারা, আমাদের কাছনী ধরা, পাচনী দেখিলে তারা, তাড়াইলে মোদের উপায় নাই নাই॥ মধুসুদন মধুপুরী, দেখিতে বাসনা করি, ঐদেখ গোপবাড়ী গোপাল আছে গোপাল নাই। কাল আসবে বলে গিয়াছে, সেকালের আর কদিন আছে, কাল কি কালে পেয়েছে, মোদের কাল সকাল বুঝি নাই নাই।

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালী।

ভাবি তাই গোপাল ভূপাল হয়েছে।
উপাধানে হেলিয়েছে, গোপালন কি আর আছে,
না ভুলেছে ভুলেছে ॥

বৈলহে সুজন উদ্ধব, বেঁচে আছে সখা সেসব,
শাখা ভেঙ্গেছে বিধি বিরূপ হয়েছে, দিয়েছে
নিয়েছে। কথাটীত নয় সোজা, গোপকুলে
হল রাজা, ধ্বজা দিয়েছে, স্বভাব তার তেমতি
আছে, নিজজনে কান্দায়েছে কান্দাতেছে।

উদ্ধব—(গীতান্তে স্বগত) আহা! কি মনোহারিণী বন্ধুতা! কি অকৃত্রিম প্রণয়; তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ যে যাহার প্রিয়, সে তাহার কোনও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। (প্রকাশ্যে) আপনাদের ভাল বাসাই প্রকৃত ভালবাসা। এ ভালবাসা ভালবাসার জন্য নয়, মনের সুখ, হৃদয়ের বিরাম, আর আত্মার তৃপ্তির জন্য। যাহউক খেদ করবেন না, সত্য সত্যই প্রভু দুদিন পরে আস্‌বেন। [রাখালগণের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল ধামার। (নাট্যোক্তি)

স্বতত্ত্ব দিয়ে মায়েরে, চলে উদ্ধব সত্বরে,
মনেভাবি রাধা দরশন।
রাধাদুঃখ ভেবেমনে, ক্লান্ত প্রতি পদার্পণে,
যেনচলে কিঞ্চুছাড়া ভুজঙ্গম॥
হেথা রাধা আকাশেতে, দেখে নবজলধরে,
গৃহ হতে বাহিরিল ব্যাকুল অন্তরে।
উদ্ধব অন্তরে থেকে, শ্রীরাধার দশা দেখে,
হাকৃষ্ণ হাকৃষ্ণ বলি স্মরে অনুক্ষণ॥

গৃহের বহির্ভাগ।

শ্রীরাধা ওললিতা প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ।

ললিতা। অয়ি অবোধিনি! অত ব্যাকুল হলে শত্রু আরও হাসবে।

শ্রীমতীরউক্তি। ত্রিপদী।

রাগিণী—লয়ি।

হায় হায় প্রাণ সখি, উপায় নাহিক দেখি,

কিসে দুঃখে পাব পরিত্রাণ।
একে জীবনানুপায়, শত্রুর বাক্য জ্বালায়,
কেন বেঁচে আছে পাপ প্রাণ ॥
মদন মোহনের প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
হেন প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, কভু না হয় বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে না জীয়য় ॥
কৃষ্ণপ্রেম যার মনে, বিক্রম তার সেই জানে,
অন্যের কহিতে মুখের কথা।
হারাইলে হয় বাকি, কিঙ্কুলুক সে জানে কি
অমূল্য-মণি-হারার ব্যথা ॥

বিশাখা—রাধে কৃষ্ণ প্রেম এমনি বটে। কিন্তু গৃহে থাকলে গৃহীর মত হয়ে চল্‌তে হয়, গুরুজনের ভয় কর্ত্তে হয়, নৈলে মান থাকে না।

শ্রীমতী। (অধীরা হইয়া) আর আমি গৃহে থাক্‌বনা, যোগিনী হয়ে বের হব ; আমার গৃহে প্রিয়জন নাই, আমার গৃহে প্রয়োজন নাই।



শ্রীমতীর উক্তি।

পয়ার।

রাগিণী—লগ্নি তাল ঠুংরি।

হব রে যোগিনী আমি না রহিব ঘরে।
হরি হরি বলি বেড়াইব ঘরে ঘরে॥
হরি প্রেম চন্দনে চর্চ্চিত করি দেহ।
পরিহরি কুল মান ধন জন স্নেহ॥
হরিরূপ রত্ন আশে করিব ভ্রমণ।
না মিলিলে রতন না ফুরাবে যতন॥

গীত।

রাগিণী—লগ্নি তাল ঠুংরি।

আমি অভাগিনী, হবরে যোগিনী, ননদী তাপিনী এখনও ভাবে পর॥

বন্ধু চর্চ্চিত কেশ লয়ে প্রসাধন, ছেড়ে গেছে কে করে যতন, বলে বিরহিণীর এইত লক্ষণ, কেশপ্রসাধনে নাই অবসর॥

কালার এরূপ পিরীতে জড়িত হয়ে, বিপরীত হল মোর, সুখ হল না হল না রল না রলনা

চন্দ্রোদয়ে হল ভোর। সব পরিহরি, ভজিলেম হরি, নিজ দোষে কল্লেম জগত অরি, কমল তুলিতে দংশিল ফণী, বিষম বিষে তনু হইল জর জর ॥

ললিতা—অয়ি সরলে! কেও চিরদিন সুখভোগ কর্ত্তে পারেনা, সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর সুখ হয়েই থাকে;—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"।

শ্রীমতী—সখি! সত্যই সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর সুখ হয়ে থাকে, কিন্তু আমার চির দিনই দুঃখে দুঃখে গেল, এক দিনের জন্যেও সুখ কেমন তা জানলেম্ না।

গীত।

রাগিণী—ঝিঞ্জিট্ তাল জলদ্ তেতালা।

প্রেমকরে দিনের তরে সুখী হলেম না।
সে মনোরঞ্জন আমি তার,মনই পেলেম না ॥
চতুর সে নিতে জানে দিতে জানে না ॥
প্রেম আলাপ বিলাপ, ঈর্ষাদি অনুতাপ
বিরহ বঞ্চনা, লোকের গঞ্জনা,

ভোগ করিতে২ বিফল হল বাসনা ॥
ধৈরজ ধরিতে বল, কি আর আছে সম্বল,
প্রাণ হইল চঞ্চল দিতে যাতনা ॥
হারাই হারাই গুণনিধি, জপিতেম নিরবধি,
জপিতে জপিতে সার হল জপনা, কাল কাল
হয়ে করি কাল যাপনা। এতসাধের কালা গেল,
কালা কলঙ্ক গেল না ॥

শ্রীমতীর উক্ত——গীত।

রাগিণী ঝিঞ্জিট—তাল আর খেমটা।

কৈ সে এল কৈ নয়ন অঞ্জন আমার।
পীতবাস বিনে বাসে কিআসে বঞ্চিব আর ॥

অনাবৃত দ্বার এদেহ পিঞ্জরে, ছিলপ্রাণ-
পাখি বঁধুর আদরে সে আদর বিনে, এবে ক্ষণে-
ক্ষণে ছাড়িতে পিঞ্জর সদা যত্নকরে, আশা পাশে
বাঁধা পাখী, যাইতে সে পারিবেকি, বিফল য-
তনে সখি যাতনা দেয় অনিবার।

যে জলে অঙ্গ হইত সুশীতল, সে যমুনাজল
প্রবল অনল, চন্দন কুঙ্কুম গরলের সম, কণ্টক
উপম শত দল দল, যার পদে সপেছি কুল, সে

বিনে সব প্রতিকুল, একুল ওকুল দুকুল গেল,
অকুলে কুল পাওয়া ভার।
শ্রীমতীর উক্ত————গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ তাল মধ্যমান।

কি হল কি হল বল কি করি মন্ত্রণা সৈ।
প্রিয় দুরূহ বিরহ যাতনা কেমনে সৈ॥
খরতর পঞ্চশর, হানে বুকে পঞ্চশর,
তনু হল জর জর মদনমোহন কৈ।
সুখময়ী যে রজনী, এবে সেই ভুজঙ্গিনী, দংশে
হেরে বিরহিনী, কালীয় দমন কৈ।
কুসুমিত লতাপুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে অলিগুঞ্জে,
শুনিয়ে সে গুঞ্জগুঞ্জে, করে কর্ণ ব্যাপি রৈ।
মন্দ মন্দ সমীরণ, করে যদি আলিঙ্গন, বিনে
শ্যাম নবঘন, দ্বিগুণ তাপিতা হই॥
নেপথ্যে পুনঃ পুন কোকিল ধ্বনি।
শ্রীমতী সহসা চকিতা হইয়া——

গীত রাগিণী ভুপালি —তাল একতালা।

জৈমিনি জৈমিনি জৈমিনি।
বুঝি অকস্মাৎ, হবে বজ্রপাত, বিনে কাদম্বিনী॥

থর২ থর২ করে হিয়ে, শচিপতি মতি দিল চম-
কিয়ে, ইন্দ্র বাদে, উপেন্দ্র বাদে কে বাঁচাবে
স্বজনি ॥

সখীগণের উক্তি।

কেন ধনি হলি পাগলিনী পাড়া, দেখে তব
ধ্যান হনু জ্ঞানহারা, নহেত ঝঞ্জনা, বিরহ গঞ্জনা,
কুহু কোকিল ধ্বনি।

বিশাখা—অয়ি উন্মাদিনি তোর যে জ্ঞান ধ্যান
একেবারে লোপ পেয়েছে দেখ্‌ছি, এত
দেবগর্জ্জন নয় কোকিলের কহুধ্বনি।

শ্রীমতীর উক্ত———গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট তাল একতালার আদ্ধা।

কোয়েলাকে কুক মুক, নিক লাগে নাহি।
ধিকা ধিকা নেপট কঠিন, প্রাণা দুঃখাদায়ী।
যবাসে গকুল ব্যাকুল করা ছোরা যদু রাই।
রঞ্জন দুঃখ ভঞ্জন ধোনা গঞ্জনা উপযায়ী॥
কান বীনা শ্রবণ বিনা কান ভেলক লাই।
কাকলি ধোনা দেবগরজনা তব সে অনুমায়ী॥

শ্রীমতী—সখি! কাল কোকিলকে বারণ কর,
কুহুধ্বনি শুনে আমার প্রাণ বাঁচে না।

রাগিণী—ঝিঝিট তাল পোস্ত।

বারণ কর সৈ, আর যেন কাল কোকিল ডাকেনা ডাকেনা। যামিনী হয়না কি ভোর, কার গুণে হয়ে বিভোর, বায়স হতাশ কেন ডাকেনা ডাকেনা॥

বন্ধুবিনে কুহুনিশী কুহু শব্দ ভয়বাসি, কুহু কুহু বৈ কি পিক ডাকেনা ডাকেনা॥

এতদিন ছিলনা দেশে,এসেছে কার আদেশে কেন তাঁহার উদ্দেশে ডাকেনা ডাকেনা॥

ললিতা—রাধে! খেদ করিস্ নে প্রিয়বস্তুকে যাযাবৎ না ভুলা যায় তাবত ক্লেশ যায় না; তাই বলি সে নিঠুরকে ভুলতে চেষ্টা কর।

শ্রীমতী—সখি! কৃষ্ণকে ভুলতে চেলেও ভুল্‌তে পারা যায় না।

গীত।

রাগিণী লগ্নি—তাল আদ্ধা।

জানে আমার মনে প্রাণে যা করে কৃষ্ণ।
বাঁচিব ভুলিলে তারে, উপায় করি চিন্তা কৈরে

চলিব সেই পথে এখন যা করে কৃষ্ণ ॥
ভুলিতেও কৃষ্ণ চাই, আগে দেখি যে পথে যাই,
কৃষ্ণ ছাড়া আর পথ নাই যা করে কৃষ্ণ ॥

শয়নে অশনে ধ্যানে, গমনে উবেশনে, জলে স্থলে কি গগণে নিরখি কৃষ্ণ। ভুলব বৈলে মুঁদি আঁখি, হৃদয়ে সে কৃষ্ণ দেখি, তবে আর করিব বাকি যা করে কৃষ্ণ।

উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব—(প্রণাম করিয়া আমি কৃষ্ণ দাস উদ্ধব।

উদ্ধবোক্তি।

রাগিণী জেলের—তাল ঝাপ।

—বন্দে গোবিন্দ আনন্দিনি।

মন্দমতে কর কৃপা, মুকুন্দ প্রেরিত জানি ॥
জান্তে জানাইতে, শ্রীপদ, প্রান্তে বলি যুড়ি পাণি; হওনা আকুল, শ্রীগোপীকুল, শান্ত হও দিনান্তে ব্রজে আস্‌বে শ্রীযদুমণি।

শ্রীমতী—(উদ্ধবের কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন)

সখি! বঁধু দিনান্তে ব্রজে আসবে এই কথা শুনে কি, আর প্রাণ স্থির হয়?

গীত।

রাগিণী—মাল্লার তাল জলদ্ তেতালা।

নীরদ নিনাদে কি সৈ চাতকী ধৈরজ মানে।
আশায় কি পিপাসা বারে, বারি বরিষণ বিনে॥
বিরহ ভানু তাপিনী কৃশা আশা চাতকিনী,
নীরদে নিদয় জানি ছিল দুঃখ সহি মনে।

কিন্তু নব ঘন ধ্বনি শুনি চমকি অমনি মেঘ কর মেঘকর বলি উড়িল গগণে॥

মরীচিকা মরুদেশে. ছলি মৃগে যথা নাশে,
বন্ধু আসিবার আশে, তথা নাশিবেক প্রাণে।
পুনঃ আশা সুরা প্রায়, উন্মত্ত করি আমায়, বাত-নিবে হায় হায় বুঝি অনুমানে॥

শ্রীমতী—ওহে উদ্ধব! আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হবে যে, সে রসময়ী রাজবালাদিগের প্রেম ভুলে গোপিনীদিগকে পুনঃ স্মরণ করবে।

গীত।

রাগিণী—সিন্ধু তাল ধিমা ঠেকা।

বৃন্দাবনে শ্যাম আসিবে নাকি। এমন দিন হবে কি। কাল আসিবে বলিয়ে কালা গিয়েছে কোন কালে সুখ ভুঞ্জে কার সনে, উদ্ধব হে সে কালের কত দিন আর বাকি।

ললিতা—ওহে উদ্ধব! তুমি সেই ব্রহ্মচারী কৃষ্ণের সখা; আসন দেখতে এসেছ?

গীত।

রাগিণী—বাগেশ্রী তাল জলদ্ তেতালা।

ব্রহ্মচারীর সখা নাকি আসন দেখিতে এলে। শূন্য রয়েছে দেখ বসত যে কদম্বমূলে।

বসিত মৃত্তিকা পীঠে, এখন কি কুব্জা পীঠে, কার্য্যসাধিতে রাজকোটে বসিলে।

কি জানি কেমন যাদু, জানিত যশোদার যাদু, মজায়েছে কুলবধূ, চন্দনে মজলে।

ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মে আর্য্য, রাজবালাতে কি কার্য্য, প্রয়োজন পরিচর্য্যা, হয় একটী দাসী হলে।

বিশাখা—বলি উদ্ধব? তোমাদের প্রভু এখানে

গোধন চড়াত বইত নয়? তার আর বুদ্ধি কত হবে?

রাগিণী—ঝিঞ্জিট তাল ধিমা তেতালা।

ভূপতি যেমন জানা গিছে। ছিল গোপাল ব্রজে বেড়াত গোপাল কপাল গুণে ভূপাল হয়েছে।

শ্রীমতী—যারে যা কুটিল কাল, ভাল বেসে ছিলেম কাল, সে এখন হইয়ে কাল ভারাইয়াছে।

একবার এসেছে ভ্রমর, আবার কোকিল পামর,ক্রমশঃ আসিতেছে,চকোর চক্রবাক,বাকি রয়েছে, হরি বুঝি এসবারই রাজা হয়েছে। সয়েছে, রয়েছে, ব্রজবাসীর প্রেম ভুলিয়েছে।

চিত্রা—ওহে উদ্ধব সত্যই কি তোমাদের রাজা দুদিন পরে বৃন্দাবনে আসবেন? তোমাদের কথায় যে আমাদের আর বিশ্বাস হয় না।

গীত।

রাগিণী—মাল্লার তাল পোস্ত।

ব্রজে আসিতে হরি কয়দিন বাকি। কাল

আস্‌বে বলে গিয়েছে সে কালের আর কয় দিন বাকি। মধুপুরে রাজা হয়েছে, শুনেছি সত্য নাকি, মনে কর্‌লে করত্তে পারে, তার আবার কয় দিন বাকি ?

ছুদিন ছুটা কথা এমন কথার কথা বলে থাকি কৈতে যদি পার বল, এছুদিনের কয় দিন বাকি।

পলে যাম্‌ ঘটিকায় বর্ষ প্রহরে যুগ যার নাকি দিনান্তে সে বলে যারে, তার জীবনের কয় দিন বাকি।

শ্রীমতী—সখি ! তোরা কাকে নিয়ে পরিহাস কচ্চিস্‌। তোরা কি জানিস্‌না সে আমার হৃদয়রঞ্জন, শিরোভূষণ।

গীত।

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী তাল জলদ্‌ তেতালা।

মাই ওয়ারি জাঙীবে। সারেসান্থ জানোয়া, মিতা পিহারোয়া, শিরেতাজ আনা বিছে তাজ।

সাওয়ালা স্থুরতাপরা, য়াটকে মাটকে, চেতা-ওয়ানা ভাটকাই রসরাজ তাঙে।

বাতনি শুনি মাণ্ডে, জাগু সারসাগুয়া ওণা বিনা চেতা রঙ্গে বেকরার তাণ্ডে॥

ললিতা—রাধে, তোকে তা আগেই বলেছি, সে নিঠুরকে না ভুল্লে আর ক্লেশ যাবে না।

শ্রীমতী—সখি! সেই মনোমোহনের মোহন মূর্ত্তি স্মরণ হলে প্রাণ অধীর হয়ে পরে; সেই প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, সেই অপরূপ রূপ লাবণ্য সেই ললিত লোচন সেই সুপ্রসন্ন দৃষ্টি ভিন্ন আর কিছু মাত্র আমার হৃদয়ে স্থান পায় না, যতই কেন যত্ন না করি, কিছুতেই তাকে ভুলিতে পারিনে।

রাগিণী—ভূপালি তাল আদ্ধা।

আমি কেমনে তাঁরে ভুলিব। মুনি মনোলোভ নীল নলিনাভ, যুবতী জনবল্লভ॥

নবীন নীরদ, প্রমোদ নীরদ, আশা চাতকী উৎসব।

বিধু যেন তাঁর মুদিত বদন মৃতে প্রাণপ্রদ সুধারসদন, হৃদয় চকোর করি দরশন, না ত্যজে তাঁহার লোভ।

স্পর্শে২ তার চন্দনবর্ষণ কিম্বা পিযূষ ক্ষরণ।

অমৃত বচন, মম ম্লান মন, কসুমের বিকাশন॥ প্রেমমাখা আখি, নিরখি তাহায় ভুলেছি আপনা কি কহিব আর। ভাল বাসা যেন, ঢালে সে নয়ন, সে ভাব ভবে দুর্ল্লভ।

নীশি দিশি বাঁশী বাজাইয়ে বন্ধু, মজাইলা মম মন। আজিও শ্রবণে মধুর স্বননে, বাজে যেন অনুক্ষণ। শ্যামের রূপের ভাবের রাশি, পশিয়াছে হৃদে শোণিতে মিশি, হৃদয় থাকিতে, কেমনে ভুলিতে পারি প্রাণের কেশব॥

শ্রীমতী—সখি বিশাখে! দারুণ বিরহ বিষে জর্জ্জরিত, হয়ে প্রাণ আর বাঁচেনা।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট্—তাল জলদ তেতালা।

ধক ধক হিয়ে জ্বলে, বন্ধুর বিরহানলে, দগধ না করে কেন।
আজ মরি কাল মরি, হেদে প্রাণ সহচরি, অবশ্য হবে মরণ॥
কালার বিরহ বিষে, দেখ নিমিষে২, অবশ করিল এসে, করিছে কেমন। কৈরে ল-

লিতে শ্যামা, গলে ধরে থাক আমা, শ্যাম সো-
হাগের প্রতিমা, ধুলয়ে হতেছে পতন।

শ্যাম কুণ্ড তীরে নীয়ে, মৃত্তিকা গায়ে মা-
খিয়ে, শ্যাম নাম দিও লিখিয়ে, অন্তিম ভূষণ।
দেখ্দনা২ সখি, শেষ হল দেখা দেখি, দেখ্লে-
মনা আর বঙ্কিম নয়ন, রৈল এ মরম বেদন।

(শ্রীমতীর মূচ্ছা ও পতন)

বিশাখা—হায়২! কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ, অকস্মাৎ আমাদের রাইয়ের এরূপ হল কেন? প্রেম করে শেষে কি এই ফলহল।

ললিতা—ও মা তাইতো! এযে একবারে অচেতন হয়ে পরেছে দেখচি, হায় হায় কি সর্ব্বনাশ, আমরা সব্ হারালেম; রাধে! তুমি কোথা যাচ্চ; আমাদেরে সঙ্গে নিয়ে যাও, আমরা ও তোমার পথের পথিক হই। আমাদের বেঁচে আর ফল কি? (রোদন) সরলে! তুমি আমাদের গতি, তোমাকে বই আর কাহাকে ও জানি না, আমাদেরে নিরাশ্রয় করে, কোথা চল্লে?

চিত্রা—ললিতে ও বিশাখে! এখন বিলাপ করে

ফল কি ? আয়, সবে মিলে একবার যত্ন-
করে দেখি ?

সখীগণের সুরের কথা।

উঠ জয়রাধে রাই স্বর্ণলতা লুঠিছ ধুলায়,
বিরহ তপন জ্বালায় জুড়াই তব পদ ছায়ায়
নিরাশ্রয় কর্‌বি কি গোপিকায়।

(শ্রীমতীর সুরের কথা)

রাগিণী—মনহরসাই।

ওকে নিলরে শ্যাম ধন আমার হিয়া হোতে।
কে নিল কোথায় গেল কি হলরে॥
আমার হৃদে শ্যামধন বসে ছিল, ওকে বিরল
পেয়ে কেড়ে নিল।

গীত।

রাগিণী ছায়নট—তাল জলদ তেতালা।

আমি আজ কৈতে নারিনু।
মনোমোহন পাইয়ে রৈল মনসাধ॥
এই যে স্বপনে দেখে, ছিনু রসরাজ, আনন্দ
মদন বৈরী হল অকস্মাৎ।

চক্ষুরুন্মীলনে ঘটিল বিষাদ, নয়ন মন দুজনে
ঘটিল বিবাদ॥

উদ্ধব—(এ সমস্ত দেখিয়া স্বগত) আহাঃ আমার কি পরম সৌভাগ্য, সেই সৌভাগ্য-বলেই এই মনোমোহন বৃন্দাবন, বৃন্দাবন-বাসী ও বৃন্দাবনবাসিনীদিগের অকৃত্রিম প্রেম ও প্রণয় দেখ্‌তে পেলেম, যে প্রেম, প্রণয়ীর পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠুরাচরণেও বিলুপ্ত হয় না।



গীত।

রাগিণী লম্মি—তাল ভরতাল।

ধন্য মানি জীবন, হেরিলেম বৃন্দাবন, সফল হল যতন, জুড়াইলেম।

ধন্য বৃন্দারণ্য ধন্য,ধন্য নন্দগ্রাম, (এত্রিভুবনে) ব্রজবাসী ধন্য ধন্য আহিরি বধূ, মধুরস ধাম॥

ধন্য অদিতি ধন্য, কৌশল্যা দেবকী, (তার কাছে দেব কি, বাৎসল্য রসে, শিরোমণি, যশোমতী ধন্য দেবকি। (আমি)

যোগতত্ত্ব বেচিবারে, ব্রজে এসেছিলেম (কৃষ্ণ আদেশে) গোপিকার কণিকা প্রেমে, মুলে বিকাইলেম ॥

নাট্যোক্তি——গীত।

রাগিণী বাহার—তাল ধামার।

বৃন্দাবন দশা দেখে, চলিল উদ্ধব।
সত্বরে উত্তরিল যেয়ে যথা শ্রীযাদব ॥
ভূভার হরিয়ে হরি, মনে হৈল ব্রজপুরী,
শ্রীরাধার সুমাধুরী সব।
বৃন্দাবনমুখে যাত্রা, করিলেন জগৎকর্ত্তা,
হেথা রাধা দেখিল বৈভব।

পঞ্চম অঙ্ক।

১ম গর্ভাঙ্ক।

মথুরার যাত্রাগৃহ।

শ্রীকৃষ্ণ—(যাত্রাকালে স্বগত) অয়ি বৃন্দাবনেশ্বরি, অয়ি! প্রাণাধিকে রাধিকে! তোমায় না দেখে প্রাণ অধীর হয়েছে, তোমায় দেখে

প্রাণ শীতল কত্তে বৃন্দাবনে চল্লেম, তোমার বৃন্দাবনে স্থান দিতে অকরুণ হইও না।

গীত।

রাগিণী ঝিঞ্জিট্—তাল আর খেমটা।

কৈ সে আমার প্রেম প্রণয়িনী ধনী।
রেচিত নয়নী রাধা, সুমৃদু হাস্য বদনী॥
ভ্রূবিস্তারিত কস্তুরী তিলক, নাসাগ্রে মুকুতা সুন্দর লোলক, তিলফুলযুত তুষারে তৃষিত, অলি যেন মেলে রয়েছে পালক।
ওমুখ দর্শন বিনে, কিসে মানাব নয়নে, মন জানে আর সেই জানে, নিত্য চিত্ত উন্মাদিনী।
কৈ সে রাধিকা অসিতবসনা, কি সে বিধিতার গড়েছে রসনা, বেদ স্তুতি যিনি যাঁহার ভৎ´সনা, সতত সে বাণী শুনিতে বাসনা, কি আশ্চর্য্য কণ্ঠধ্বনি, নিছনি কাকলি ধ্বনি, ধনীর মধ্যে সে এক ধনী, গুণ কি তার গণিতে জানি।

পটক্ষেপণ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবনস্থ কুঞ্জের বাহির।

শ্রীমতী বিশাখা ও ললিতা আসীনা।

শ্রীমতী—সখি! আজ বৃন্দাবনের এমন মনোহর ভাব দেখছি কেন? তরুগণ মুকুলিত ও পুষ্পিত হয়েছে, লতা সকল কুসুম ভারে ঝুলিত হয়ে পড়েছে বনমধ্যে, নানা বর্ণের কুসুম সকল আমার হৃদয়ের নানারূপ অভিলাষের সহিত বিকশিত হয়েছে।

রাগিণী—খাম্বাজ তাল ধিমা তেতালা।

দেখ সহচরি অদ্ভুত দেখিতেছি বৈভব।
দেখ দেখ সহচরি, কি মাধুরী অদ্ভুত দেখিতেছি বৈভব, দেখি নাই শুনি নাই কভু, আচম্বিতে কি এবম্ভূত কি অসম্ভব দেখি বৈভব॥

কেন শুষ্ক তরু হল পল্লবিত দাবদগ্ধা লতা কেন কুসুমিত, কেন শাখী যত সহসা ফলিত, আগত তাপিত শীতলিতে বা মাধব।

অতসি কণক চাপা সমুচ্চয় মরকত-আভ দেখি সুনিশ্চয়, মনে হেন মানি, নীলকান্তমণি, আগত বেগতঃ সে জ্যোত ঘেরিলেক সব।)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীমতী—দূর হইতে কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া)

গীত।

রাগিণী—মাল্লার তাল আদ্ধা।

দেখ দেখি সই ঐ কি গোপাল।
ওকি অপরূপ এল কি মহীপাল ॥

দৈবেকী নন্দন, ত্রিলোক বন্দন, ত্রিকচ্ছ পিঞ্চন, এল যেন ঘন ঘোর, আমার মন ভুলায়েছে নটবররূপে যশোদা দুলাল।

রাজা দেখিনাই, দেখাতে কি এসেছে, রাণী কি হেথা, পাবে বুঝেছে, নারীচোর, মানা কর যেন গোপীমণ্ডলে এসেনা,চাইনা চাইনা দেখতে ভূপাল।

ললিতা—(কৃষ্ণকে কুঞ্জের অনতিদূরে কুঞ্জাভিমুখে আসিতে দেখিয়া) ওহে চতুর নিঠুর শিরোমণি তুমি কোথা যাচ্ছ, কুঞ্জে আর যেতে হবে না।

ললিতা—অন্তরে জাগিছে রূপ, স্বরূপ নিরূপম, লৌকিক অলৌকিকে কি হবে মুখ ফিরাইলে।

শ্রীকৃষ্ণ—নয়ন চকোর স্ফুরে, দেখে ও মুখচন্দ্রমা, কেমনে বাচিবে রাধে, তুমি মুখ ফিরাইলে।

ললিতা—আমরা তো তোমার সঙ্গে দুটার জায়গায় দশটা বলে দেখলেম্, রাধার মান ভাঙ্গলেনা, তাই বলি তোমার এখন রাজবেশ ছেড়ে, রাখাল বেশ নিতে হবে। তুমি যখন সাধিতে এসেছ, তখন আর তোমার তাতে লাজই বা কি বল।

গীত।

রাগিণী ঝিঞ্জিট—তাল পোস্ত।

উপাসকের পৌরষ, যখন যেমন তখন তেমন।
করেছ লাজ কি করবে, যখন যেমন তখন তেমন।
ব্রজলীলায় করেছ,হয়েছে কি বিস্মরণ, বংশী করেতে অসি, যখন যেমন তখন তেমন।
কপির কথাতে নাকি, করে ধরেছ শারঙ্গ,

গোপীর কথা রাখিবে,যখন যেমন তখন তেমন।

ললিত অঙ্গ রাধার বক্ষে করিয়ে শয়ন, কুঞ্জে রয়েছ তুষ্ট, যখন যেমন তখন তেমন।

শ্রীকৃষ্ণ—ললিতে! আমি আগেই বলেছি তোমরা যা বল্‌বে আমি তাতেই সম্মত আছি, তবে আর বৃথা পরিহাসে কাল ক্ষয় করে কাজ কি, সত্বর আমায় নটবর সাজিয়ে দেও।



সখীদের গীত।

রাগিণী দেশ—তাল ধিমা তেতালা।

ললিতা—ভাইয়া ছোরাদে কানোরা মেরো কা-ম্‌ছে। কাম্‌ছে কাম্‌ছে ছোরাদে কানোরা মেরো কাম্‌ছে।

ভানু দুলারী মারো বারো ভরোছে, রাজন্‌ পাত্তিয়া রাজ্‌ কি, কারছে কারছে।

হারোয়া গুন্দানে আলি, আদেশ কি ওরছে, হালসানি মারো বদনাম্‌ছে নামছে।

শ্রীকৃষ্ণ—সখি বিশাখে! না হয় তুমিই কৃপা করে আমায় সাজিয়ে দাও।

বিশাখা—বঁধু! এখন আর আমাদের সাজান তোমার ভাল লাগ্‌বে কেন? তুমি এখন তোমার সেই নূতন সঙ্গিনীদের নিকট যাও। তারাই সব করে দিবে।

গীত।

রাগিণী দেশ—তাল পোস্ত।

(সখী প্রত্যেকের উক্তি)

আর কাজ কি বঁধু কথাতে যা হবার হয়েছে।
শ্যাম, যারে ভাল বেসেছ সে ত ভাল আছে?
বিশাখা—বিশাখার বিচিত্র লেখা, অনেক দিন সে দিন গেছে।
ললিতা—সর্প ঘট পরীক্ষা ললিতার ভুল হয়েছে।
চিত্রা—দ্বার-রক্ষা প্রতীক্ষা চিত্রার কি আছে,
রাজ সভায় তুঙ্গ বিদ্যা অনেকই আছে।
খলে বন্দন ক্রন্দন উৎপাত সব গিয়াছে,
দেব নন্দন বন্দন জগৎ ভরেছে।
বাধা যোরা রেখে গিয়েছ কোথায় আছে,
মথুরায় সে মস্তকে উষ্ণীষ উঠেছে।

বিশাখা—ও ললিতে! একে আর অধিক বলে

ফল কি, ইহার যে কিছুতেই লজ্জা নাই তাতো বেশ জানা আছে, আজ আমরা যার বস্তু তাকে বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

ললিতা—সখি! বিশাখে! তবে তুই একছড়া বনফুলের মালা গেথে আন, মনের মত করে আজ বঁধুকে সাজিয়ে দি, দেখিস্ যেন বিলম্ব না হয়। বিলম্ব করলে সব নষ্ট হবে।

বিশাখা—আচ্ছা, আমি চল্লেম্।

(মালা লইয়া বিশাখার পুনঃ প্রবেশ।)

ললিতা (কৃষ্ণকে নটবর সাজাইয়া রাধার নিকটে লইয়া গিয়া) মানিনি! এই দেখ তোর নাগর নটবর সেজে দাঁড়িয়েছে, এখন মানে ক্ষমা দে, আমাদের কথা রাখ। (কৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিয়া) ওহে বঁধু! যা হবার হয়ে গেল, এই নেও আমাদের রাই স্বর্ণলতা তোমাতে সমর্পণ করলেম, দেখ আর যেন আমাদের এই সাধের স্বর্ণলতা তোমার বিরহ তাপে দগ্ধ না হয়।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাপ।

জাম্বুবতী-পতি ধরহে জাম্বুনদ অম্বুজে।
বক্রা জানিয়ে সরলা সমর্পিনু তোমারি ভুজে।
বিচ্ছেদ যাতনায়, সততঃ কেন্দে ফিরেছে ব্রজে।
পূর্ণহবে ক্ষোভ তবে হে কান্দবে যবে এরজে।
অঙ্কে নিয়ে বস দেখি মৃগাঙ্ক-বদনী ধনী।
শঙ্কা পরিহর, কর নিবন্ধন ভুজে ভুজে।
মনরে শ্রীপ্যারীকিশোর পদাঙ্কে থাকনা মজে।
অন্তে স্থান দিবে শ্রীরাধাকান্তপদপঙ্কজে।

রাগিণী বেহাগ—তাল খেমটা।

মত্ত নৃত্যতি ভ্রমরা, নলিনীতে।
দান্ত, নিতান্ত, দেখি একান্তে প্রেম সাধিতে।
বিচ্ছেদ হেমন্তে লজ্জা, পরাগে যুক্তা পদ্মিনী।
হর্ষে বিমর্ষিত মকরন্দ বিলাইতে।
চিন্তা অমান্তে উদিত,অনুরাগ দিনমণি, ক্ষান্ত
ভাল নয় বিধুন্তুদ পারে আসিতে।
পালা সমাপ্ত।
